সংবাদ

তারিখ 5 NOV 2012
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা

প্রথম দিনেই অনুপস্থিত ৬৮ হাজার ১৫৫ : বহিষ্কার ১৫

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও সমমানের মাদ্রাসার জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষার প্রথম দিনে বাংলা ১ম পত্রের পরীক্ষায় কেন্দ্রে অনুপস্থিত ছিল মোট ৬৮ হাজার ১৫৫ জন এবং বহিষ্কার হয়েছে ১৫ জন। বহিষ্কৃতদের মধ্যে ১২ জনই মাদ্রাসা বোর্ডের। এরমধ্যে দুজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। বাকি তিনজনের দুজন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ও একজন দিনাজপুর বোর্ডের।

আর অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীদের মধ্যেও সবচেয়ে বেশি মাদ্রাসা বোর্ডের ২৯ হাজার ৩২৭ এবং জেএসসির ৩৮ হাজার ৮২৮ জন। এরমধ্যে ঢাকার ১৫ হাজার ৬০৬, চট্টগ্রামের তিন হাজার ৫৪১, রাজশাহীর চার হাজার ৩৮৮, বরিশালের দুই হাজার ৬৬৯, সিলেটের এক হাজার ১২৫, দিনাজপুরের দুই হাজার ৪৯২, কুমিল্লার দুই হাজার ৮৭১ এবং যশোর বোর্ডের ছয় হাজার ১৩৬ জন।

প্রসঙ্গত, এবার জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য ফরম পূরণ করেছিল ১৯ লাখ আট হাজার ৩৬৫ জন শিক্ষার্থী। দেশের দুই হাজার ২৫০টি কেন্দ্রে ২৭ হাজার ৬৪২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এ পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। পরীক্ষা শেষ হবে ১৫ নভেম্বর।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল ঢাকার ধানমন্ডি গভ. বয়েজ হাইস্কুল কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এ সময় শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের অনুপস্থিত : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

অনুপস্থিত : ৬৮ হাজার

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান উর রশীদ, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ফাহিমা খাতুন, মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবদুল নূর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, এ পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ায় অনেক বেশি উদ্যোমী ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে গড়ে উঠছে। একটি জাতীয় সনদ পেয়ে তারা অনেক বেশি আনন্দিত। তিনি ঝরে পড়া অনেকটা কমে আসছে উল্লেখ করে বলেন, জেএসসি-জেডিসি এবং প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা শুরুর পূর্বে এসব বিষয় কোন সুনির্দিষ্ট হিসাব ছিল না। এখন নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে ঝরে পড়ার হার কমছে। ২০১০ সালে পরীক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ১৪ লাখ ৯২ হাজার ৮০২ জন। এ তিন বছরে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে চার লাখ ১৫ হাজার ৫৬৩ জন। সরকারের এনরোলমেন্ট বৃদ্ধির উদ্দেশ্য অনেকখানি সফল হয়েছে। তিনি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা শুরু হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি সব পরীক্ষার্থীকে শুভেচ্ছা জানান এবং তাদের শারীরিক-মানসিক সুস্থতা এবং সফলতা কামনা করেন। আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই ফল প্রকাশ করা সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেন শিক্ষামন্ত্রী।

গত বছরের চেয়ে এবার এ পরীক্ষায় ৪৭ হাজার ২৫২ জন শিক্ষার্থী বেড়েছে। গত বছর জেএসসি ও জেডিসিতে ১৮ লাখ ৬১ হাজার ১১৩ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল। এবার মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১০ লাখ ১১ হাজার ৫০৩ জন ছাত্রী এবং ৮ লাখ ৯৬ হাজার ৮৬২ জন ছাত্র। ছাত্রদের চেয়ে এবার এক লাখ ১৪ হাজার ৬৪১ জন বেশি ছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছে।

এবার জেএসসি পরীক্ষার্থীর মধ্যে আট লাখ ২৬ হাজার ৮২ জন ছাত্রী এবং সাত লাখ ২৭ হাজার ৪৯৩ জন ছাত্র। আর জেডিসি পরীক্ষার্থীর মধ্যে এক লাখ ৮৫ হাজার ৪২১ জন ছাত্রী এবং এক লাখ ৬৯ হাজার ৩৬৯ জন ছাত্র।

এবার জেএসসিতে এক লাখ ৪৯ হাজার ৩৯২ জন এবং জেডিসিতে ২৩ হাজার ২৯২ জন অনিয়মিত পরীক্ষার্থী রয়েছে। এছাড়া জেএসসিতে এক লাখ ৩৬ হাজার ৭১১ জন এবং জেডিসিতে ২০ হাজার ৩০১ জন বিশেষ পরীক্ষার্থী (এক থেকে তিন বিষয়ে অকৃতকার্য) অংশ নিচ্ছে।

বাংলা ২য় পত্র, ইংরেজি ১ম ও ২য় পত্র এবং গণিত ছাড়া সব বিষয়ের পরীক্ষা সৃজনশীল প্রশ্নে হচ্ছে। শ্রবণ প্রতিবন্ধীসহ অন্য প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীরা নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত ২০ মিনিট সময় পাবে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাড়াও অন্য প্রতিবন্ধীর (যাদের হাত নেই বা হাত দিয়ে লিখতে পারে না) জন্য শ্রুতি লেখকের সুযোগ রাখা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০১০ সালে প্রথম অভিন্ন প্রশ্নপত্রে সারাদেশে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা শুরু হয়।